বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ১৫টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার প্রায় ৭ লক্ষ উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে) (Vision and Mission)

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়/পুকুরে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সাংগঠনিক কাঠামো

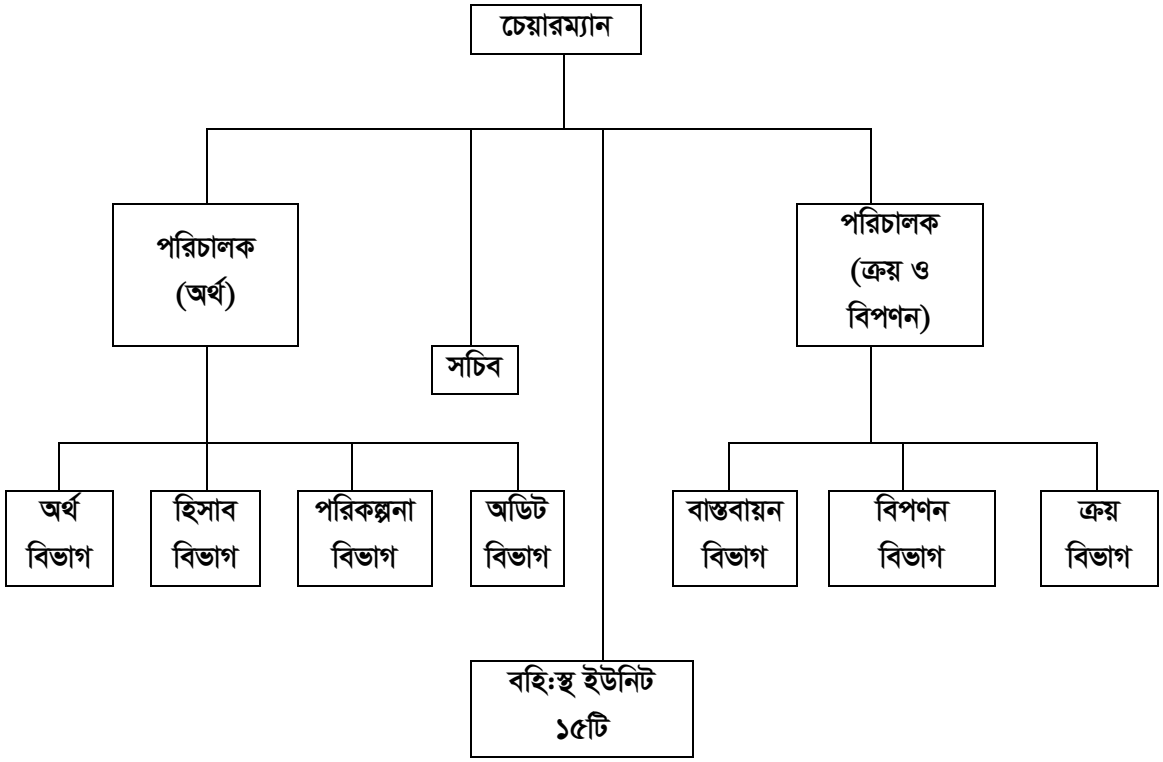

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বিষয় ভিত্তিক সচিত্র (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) নাতিদীর্ঘ বর্ণনা

মৎস্য অবতরণ (Fish Landing)

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণ করণের জন্য কর্পোরেশনের ১১টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪,০২৩ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করত: উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাতকরণ করে।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রূপচাঁদা ও ইলিশ মাছ অবতরণ

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ৮৩,৯৬৫ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে: টন মাছ উৎপাদন হয়। ইহা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৩,৯১৫ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৮ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। এছাড়া জুলাই ২০২১ মাসে আরও ১৭ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৬-৮ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

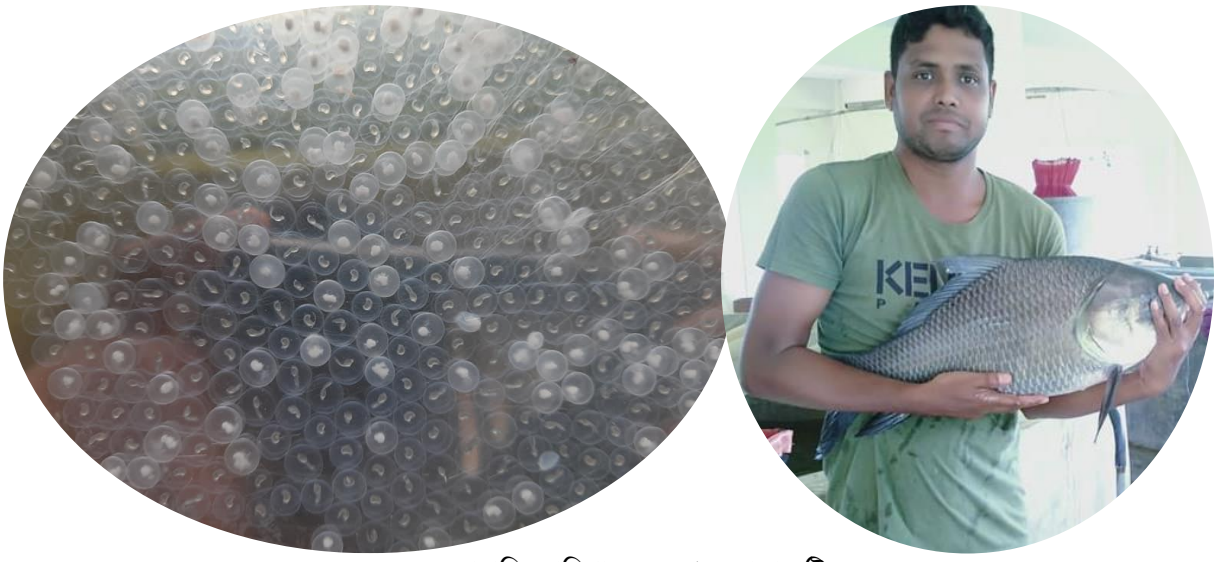

মৎস্য হ্যাচারি, মারিশাচর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২৫ একরের ৮টি মৎস্য নার্সারি পুকুর রয়েছে। এছাড়া লংগদু এলাকায় ১২ একরের ৩টি এবং রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় ১৩ একরের ২টিসহ মোট ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু এ সকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত করা হয়।

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন ও হ্রদে অবমুক্তকরণ

করোনা মহামারীকালীন হ্রদে মৎস্য আহরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে এপ্রিল ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত হ্রদে মে-জুলাই ২০২১ খ্রি: মাসে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। মাছের প্রজনন মৌসুম শেষে জনস্বার্থে যথারীতি কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পোনা অবমুক্তকরণ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২.০০ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হ্রদে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারি হতে উৎপাদিত ৪৬ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া এ বছর ১২-১৪ ইঞ্চি সাইজের ৫০০ পিস চিতল ও ১০০০ পিস শৈল মাছের পোনা হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে কার্প, শৈল ও চিতল মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুম ২০২১ খ্রিঃ সালের মে হতে জুলাই মাসে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয়। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি জোরদার করা হয়। যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

অবৈধ জাল আটক এবং ধ্বংস করা হচ্ছে

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যহত হতো। বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নৌ পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করে। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ ও আটককৃত মাছ

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ৩ (তিন) মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২১ খ্রিঃ সালে এ সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২৫,০৩১ জন মৎস্যজীবীকে ১৫০১ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও ভিজিএফ চাল বিতরণ

খাঁচায় মাছ চাষ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ আকরে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ (Dry fish prodcution & marketing)

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২০-২১ সালে ৪৫৮.৫৪ মে. টন শুঁটকি উৎপাদন করে যা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাতকরণ করা হয়।

শুটকি মাছ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ৩১ অক্টোবর ২০২০ খ্রি: কাপ্তাই হ্রদে কর্পোরেশনের মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময়ে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদনের বিষয়ে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সচিব মহোদয় কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদান পর্যবেক্ষণ করেন

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে আহবায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালার উপর মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের নিয়ে ০২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি: তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্ত করা হয়।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি: তারিখের কর্মশালা

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

- কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরুপনের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা;
- টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
- হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
- হ্রদের জীববৈচিত্র ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

- কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
- মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র ১০ জন মৎস্যজীবীকে কেচকি জাল ও বৈধ সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিতরণ;
- কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১লা মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মেট্রিক টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- কমপক্ষে ০৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
- বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;
- চিতল, ফলিসহ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাটন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
- অংশদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা/ক্রিক/ডেবায় (৮০ একর) ১০০ মেট্রিক টন পোনা উৎপাদন;
- হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক দিন হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরী ও প্রচার;
- মাছের প্রজনন মৌসুমে (মে হতে জুলাই) নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
- অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাঁক দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌ-পুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;

- কাপ্তাই হ্রদ ও হালাদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুড স্টক তৈরি;
- মাছের অপচয় রোধ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ০১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরুপনে জরিপকার্য পরিচালনা করা;
- কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মাসিক মৎস্যজীবী প্রতি ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;
- জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপনের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
- হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভুক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;
- হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে বিএফআরআই ও সিভাসু এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- বিলুপ্তপ্রায় দেশী মাছ রক্ষা ও মাছের স্বত:স্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিতপলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত: কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। উক্ত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয়। আহরিত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রুপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

এফ.ভি.রূপচাঁন্দা

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরী করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরীর চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতের জন্য ডকিংকৃত ট্রলার

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়াড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়।

টি হেড জেটি ও বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ১০টি ভ্রাম্যমান ফ্রিজারভ্যান এর মাধ্যমে ১৬টি স্পটে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়। এছাড়া কর্পোরেশন ফিসভ্যানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসএফ কর্মকর্তা/সদস্যদের সতেজ মাছ সরবরাহ করে। কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানগুলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় করা হয় এবং এতে ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থাও রয়েছে।

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিন মুক্ত মাছ বিক্রয়

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, মোহনগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে মোট ৮টি নিজস্ব বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১২,৩৫১ মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে আলোকসজ্জাকরণ, বঙ্গবন্ধু'র মৎস্য শিল্পে অবদান নিয়ে প্রচারণা, কুটা মাছ ও ভ্যালু এ্যাডেড মাছ প্রদর্শনী ও বিক্রয়, ব্যবসায়ী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের ২০টি এতিমখানায় ৮০০ কেজি রুই মাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কর্পোরেশনের সকল কেন্দ্রে ভোক্তাদের বিনামূল্যে মাছের ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া আগামী ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখ কর্মকর্তা/কর্মচারি ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপনঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ২৬ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের ভবন ও স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণ, ব্যানার স্থাপন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া আগামী ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ তারিখ, শোক সভা, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে। ০১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখ মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে কাপ্তাই হ্রদ অঞ্চলের মোট ১০ জন মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে কেচকি জাল বিতরণসহ মহান বিজয় দিবস সম্পর্কিত আলোচনা এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (Ongoing development projects)

কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমানবন্দর এলাকার ৪৬০৯টি পরিবার সদর উপজেলার খুরুশকুলে পুনর্বাসন করা হয়। উক্ত পরিবারসমূহের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রি: তারিখে ১৯৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি'র কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌলী, সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জনবল নিয়োগসহ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও আউটসোর্সিং এ জনবল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের সাইট সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে লে-আউট তৈরির কাজ চলমান আছে।

কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

২৯.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ৩০ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখে অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল পদায়নের কাজ চলমান আছে।

সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প (Implemented Development Projects)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদরে ০৩টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখে হাওর অঞ্চলের মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট ২টি কেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ

দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের অধীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার আলীপুর ও মহিপুর, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাটে ০৪টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রসমূহ শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৬৮.৫৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৭ জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী 'ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া' অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে অত্র কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট। দেশের সমুদ্র, উপকূল, নদ-নদী, হাওর-বাওর, কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্পোরেশনের ১০টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু আছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সরাসরি অবতরণ করা হয়। এতে মাছের গুনগত মান প্রায় অক্ষুন্ন রেখে ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে অবতরণ কেন্দ্রসমূহের বরফকলে উৎপাদিত বরফ দ্বারা চিলিং প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা হয়। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থান যথা: পটুয়াখালীর আলিপুর-মহিপুর, পিরোজপুরের পাড়েরহাট ও লক্ষীপুরের রামগতি এবং দেশের হাওর অঞ্চলের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে অবশিষ্ট ৬টি কেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রগুলোতে মাছ সংরক্ষণ/বরফজাতকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ কেন্দ্রগুলো চালু হলে মৎস্যজীবীরা তাদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে। এতে মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধ হবে।

ধৃত সামদ্রিক মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় দুটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্র দুটিতে মৎস্যজীবীদের আহরিত সামদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। যা পরবর্তীতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদের ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে ২০২০-২১ সালে ৪৫৮.৫৪ মে. টন দেশীয় মাছের শুটকি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ধৃত সামুদ্রিক মাছের অপচয় রোধকল্পে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় ৪৫ একর জমিতে একটি আধুনিক শুঁটকি মহাল স্থাপনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। কর্পোরেশনের উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা হয় যা নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হবে।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার প্রায় ০৭ লক্ষ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরোক্ষভাবে সুযোগ সৃষ্টি করছে। হ্রদে নিবন্ধিত ২৫,০৩১ জন মৎস্যজীবী সরাসরি হ্রদে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া মেরিন ডকইয়ার্ড ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০, ৩.১২, ৩.১৩ ও ৩.১৬ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

আই.সি.টি/ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট www.bfdc.gov.bd সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৭০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সরকারি ইমেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়নাধীন "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরী সহায়তায় Software তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন www.bfdconlinefish.com ওয়েবসাইট যোগে ঢাকা শহরে সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অনলাইনে বিক্রি করছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কমচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কমসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রাপ্ত নম্বর ৮৮.৯। এছাড়া ৩১ মার্চ ২০২১ খ্রি: তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় অত্র কর্পোরেশনের ২টি উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে ডেবা নার্সারি নামক উদ্ভাবনী আইডিয়া মৎস্য সেক্টরে ৩য় স্থান লাভ করে।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা

ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান

SDG-ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই হ্রদ এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হ্রদে ৪৬ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত দেশের উপকূল ও হাওর অঞ্চলে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে আছে। কেন্দ্রগুলোতে সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি: নাগাদ মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম শুরু হবে। এ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম শুরু হলে ধৃত মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাবে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

কর্পোরেশনে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ৫১২টি অডিট আপত্তি ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৮টি নতুন অডিট আপত্তি সংযোজন হয়। এ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে ৩১২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২০৮টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া এ অর্থবছরে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৫ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে বহি:স্থ ইউনিটসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আয়-ব্যয়

কর্পোরেশনের ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয় ৪৫.০১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৭.১৫ কোটি টাকা। অপারেশনাল লাভ হয় ৭.৮৬ কোটি টাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) একনেক এর ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রি: তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনের ০৩/২০২০ নং পরিচালনার বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর সমুদ্রের টুনা, সমজাতীয় পেলাজিক মাছসহ অন্যান্য মাছ আহরণের নিমিত্ত সরকারি অর্থায়নে প্রথম পর্যায়ে ২টি ডিপ সি ফিশিং ট্রলার ক্রয়, ট্রলারসমূহ বার্থিং এর জন্য চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের বিদ্যমান বেসিন আধুনিকায়ন, ফিশিং ট্রলার কর্তৃক আহরিত মাছ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে অবতরণের নিমিত্ত অকশন শেড আধুনিকায়নসহ অবতরণ পরবর্তী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের প্রশাসনিক ভবনের সামনের ১০ একর জমিতে 'ফিশ প্রসেসিং এন্ড এক্সপোর্ট কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত একটি যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

(খ) দেশের সরকারি পুকুর, দিঘি, হ্রদ, খালবিল ইত্যাদি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(গ) মাছে প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে দেশের সকল জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) উপকূলীয় এলাকার সুবিধাজনক স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড এবং বার্থিং এর জন্য টি-হেড জেটি স্থাপন করা।

উপসংহার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।